



107283 - ওলী কারা? তাদরে স্তরগুলো কী কী?

প্রশ্ন

অনুগ্রহ করে নমিনোক্ত বিষয়গুলো বুঝতে সাহায্য করবেন: ১) ওলী কারা? ২) ওলীদরে স্তরগুলো কী কী? ৩) ওলীদরেকে ‘আল্লাহর সাথী’ নাম দেওয়া ক’জায়ে?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

আল্লাহর ওলী হলেন ঈমানদার ও তাকওয়াবান ব্যক্তিবর্গ, যারা তাদরে সকল বিষয়ে আল্লাহর নজরদাররি বিষয়টি চিন্তা করে তার আদেশে মনে চলে ও নষিধে পরহির করে। বান্দার ঈমান ও তাকওয়ার তারতম্য অনুসারে বলোয়াতরে (ওলীত্বরে) তারতম্য ঘটবে। প্রত্যকে মুমনিরে মাঝেই আল্লাহর বলোয়াত, ভালোবাসা ও নকৈট্যরে অংশ রয়েছে। এই বলোয়াত কারো একচটেয়া অধিকার নয়। এটি সমাজরে কোনো স্তররে মানুষরে জন্য নর্ধারতি কোনো আলামত নয়। উত্তরাধিকারসূত্রে কথিবা সম্মানসূচক পদকরে মাধ্যমে এটি অর্জন করা যায় না। আর আল্লাহর ওলীদরেকে ‘আল্লাহর সাথী’ বলে আখ্যায়তি করা সঠিক হওয়ার পক্ষে কোনো দলিল আমাদরে জানা নহে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহর ওলী কারা?

সংক্ষেপে ও স্পষ্টভাবে বললে আল্লাহর ওলী হলেন ঈমানদার ও তাকওয়াবান ব্যক্তিবর্গ, যারা তাদরে সকল বিষয়ে আল্লাহর নজরদারকি অনুভব করে তার আদেশে মনে চলেন এবং নষিধি বিষয়াবলি পরহির করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“জনে রেখো, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদরে কোনো ভয় নহে এবং তারা দুঃখতিও হবে না। যারা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনছে এবং (তাক) ভয় করে। তাদরে জন্য পৃথিবীর জীবনে ও পরকালে (সাফল্যরে) সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহর কথার কোনো নড়চড়



হয় না। এটাই বড় সাফল্য।”[সূরা ইউনুস: ৬২-৬৪]

হাফযে ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ ‘তাফসীরুল কুরআনলি আযীম’ (৪/২৭৮) গ্রন্থে বলেন:

“আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন যে, তার প্রিয় বান্দা হলেন ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা ঈমান আনে ও আল্লাহকে ভয় করে, যমেনটা তাদরে রব তাদরে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে সে আল্লাহর ওলী। কয়ামতের যে সমস্ত বপিদাপদের সম্মুখীন তারা হবে সেগুলোতে তাদরে কোনোটো ভয় নাই। দুনিয়াতে তারা যা রেখে গিয়েছে তার জন্য তারা দুঃখতিও হবে না।”

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাসসহ সালাফের কটে কটে বলেন: আল্লাহর ওলী হলেন তারা যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।

মারফূ হাদীসে বর্ণিত আছে: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহর কছি বান্দা আছে যাদেরকে নবী ও শহীদরাও ঈর্ষা করে।” জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? হয়তো আমরা তাদেরকে ভালোবাসতে পারি। তিনি বললেন: ‘তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে; কোনোটো অর্থ-সম্পদ বা বংশের কারণে নয়। তাদের চহোরা আলোকতি। তারা আলোর মম্বিরে থাকবে। মানুষজন ভয় পলেও তারা ভয় পাবে না। মানুষজন দুঃখতি হলেও তারা দুঃখতি হবে না।’ তারপর তিনি তিলোওয়াত করলেন: “আল্লাহর ওলীদের কোনোটো ভয় নাই। আর তারা দুঃখতিও হবে না।”[হাদীসটি আবু দাউদ ভালো সনদে বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী আস-সলিসলিাতুস সহহি গ্রন্থে (৭/১৩৬৯) এটিকে সহহি বলে গণ্য করছেন][সমাপ্ত][সংক্ষপেতি ও ঈষৎ পরবির্ততি]

আল্লাহর ওলীদের স্তরসমূহ

বান্দার ঈমান ও তাকওয়ার তারতম্য অনুসারে বেলোয়াতের তারতম্য হয়। আল্লাহর বেলোয়াত, ভালোবাসা ও নকৈট্যে প্রত্যেকে মুমনিরে ভাগ রয়েছে। কিন্তু বান্দা আল্লাহর নকৈট্য অর্জনে যে সমস্ত শারীরিক ও আত্মকি আমল করে সেগুলোর অনুপাতে এই ভাগের তারতম্য ঘটে। তাই বেলোয়াতের স্তরকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়:

১. নজিরে প্রতি যুলুমকারী: ইনি হলেন পাপী ঈমানদার। এই ব্যক্তির ঈমান ও নকেকাজের মাত্রা অনুসারে তার বেলোয়াত হাছলি হয়।

২. পরমিতি আমলকারী: এ ব্যক্তি হলেন এমন ঈমানদার, যে আল্লাহর আদেশে মনে চলে ও আল্লাহর অবাধ্যতা পরহির করে। কিন্তু নফল আদায়ে পরশ্রিম করে না। এটি পূর্বের স্তরের তুলনায় বেলোয়াতের উঁচু স্তর।

৩. নকে আমলে অগ্রগামী: এ ব্যক্তি ফরযের সাথে নফলও আদায় করে। অন্তররে ইবাদতের ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরে উপনীত

হয়। এই ব্যক্তিবলোয়াতরে উচ্চ স্তরে রয়েছে।

নসিন্দহে নবুয়ত হচ্ছো মহান আল্লাহর বেলোয়াতরে সর্বোচ্চ স্তর। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ (৬/১০) গ্রন্থে বলেন:

‘মানুষদরে স্তর তনিটি: নজিরে প্রতি যুলুমকারী, পরমিতি আমলকারী এবং নকে আমলে অগ্রগামী।

- নজিরে প্রতি যুলুমকারী হলো ঐ ব্যক্তি যি আদষ্টি বসিয় পরহির করা ও নসিদিহ কাজে লপ্তি হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা করে।
- পরমিতি আমলকারী হলো ঐ ব্যক্তি যি ওয়াজবি আদায় করে ও হারাম পরহির করে।
- আর নকীর কাজে অগ্রগামী ব্যক্তি হলো ঐ ব্যক্তি যি তার সাধ্যাধীন সকল ওয়াজবি ও মুস্তাহাব আমল করা ও হারাম ও মাকরুহ কাজ পরতিয়াগ করার মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য অর্জন করে।

যদিও পরমিতি আমলকারী ও অগ্রগামী ব্যক্তির এমন কিছু পাপ থাকে যা মুছে ফেলা হয়। সটে তাওয়ার মাধ্যমে হতে পারে (আর আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন) কথিবা গুনাহ মোচনকারী নকে আমলগুলোর মাধ্যমে কথিবা গুনাহ মোচনকারী বপিদাপদরে মাধ্যমে কথিবা ভিন্ন কিছু মাধ্যমে। পরমিতি আমলকারী ও অগ্রগামী এই উভয় দলরে ব্যক্তিবর্গই আল্লাহর ওলীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের কথা আল্লাহ তার কতিাবে বলছেন: “জনে রেখে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কোনও ভয় নই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনেছে এবং (তাঁকে) ভয় করে।” সুতরাং আল্লাহর ওলীরা হলেন ঈমানদার মুতাকীরা। তবে ওলীরা দুই ভাগে বিভক্ত: ‘সাধারণ’ তথা পরমিতি আমলকারীগণ। আর ‘বশিষে’ তথা অগ্রগামীগণ। যদিও অগ্রগামীগণ সর্বোচ্চ স্তরধারী; যমেন নবীগণ ও সদিদীগণ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উভয় দলরে কথা উল্লেখ করছেন একটি হাদীসে, যটে বিখারী বর্ণনা করছেন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূতরে। তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে দুশমনকিরব আমিতার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করব। বান্দা যা কিছু দিয়ে আমার নকৈট্য লাভ করে থাকে তার মধ্যে আমার নকিট প্রিয়তম হল সেই ইবাদত, যা আমিতার উপর ফরয করছে। আমার বান্দা সবসময় নফল ইবাদত করার মাধ্যমে আমার নকৈট্য লাভ করতে থাকে, এমনকি অবশেষে আমিতাকে ভালোবাসে ফলে। আমিতাকে ভালোবাসলে আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনবে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখবে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরবে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোন মুমনি বান্দার প্রাণ নতিে যতটা দ্বিধা করি অন্য কোন কাজে তমেন দ্বিধা করি না। সে মৃত্যুক্বে অপছন্দ করে, আর আমিতার খারাপ লাগাকে অপছন্দ করি। কিন্তু মৃত্যু তার জন্য অবধারিত।”

আর নজিরে প্রতি যুলুমকারী ব্যক্তি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত। তার মাঝে থাকা ঈমান ও তাকওয়া অনুসারে তার জন্ম আল্লাহর বেলোয়াত অর্জিত হয়, যমেনভাবে তার মাঝে থাকা পাপ অনুসারে এর বিপরীতটা অর্জিত হয়। কারণ একই ব্যক্তির মাঝে সওয়াবকে অনবির্যকারী পুণ্য ও শাস্তিকে অনবির্যকারী পাপের সমাবেশে ঘটতে পারে; যার ফলে তাকে পুরস্কৃত করা হয় ও শাস্তি দেওয়া হয়। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবী, ইসলামের ইমামগণ এবং আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াতের অভিমত। তারা বলেন: যবে ব্যক্তি হৃদয়ে শস্যের দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবশে করবে না।’[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন [যমেনটি ‘ফাতাওয়া মুহম্মিহ’ (পৃ. ৮৩) গ্রন্থে রয়েছে] বলেন: ‘যবে ব্যক্তি ঈমানদার ও তাকওয়ান সহী আল্লাহর ওলী। আর যবে এমনটি নয় সে আল্লাহর ওলী নয়। আর যার মাঝে ঈমান ও তাকওয়ার কিছু অংশ রয়েছে তার মাঝে বেলোয়াতের কিছু অংশ রয়েছে।’[সমাপ্ত]

বেলোয়াত কী কারণে একচটেয়া অধিকার?

বেলোয়াত কারণে একচটেয়া অধিকার নয়। এটি সমাজের একটি নির্দিষ্ট স্তরের মানুষের বিশেষ কোনও আলামত নয়। বংশানুক্রমে কথিবা সম্মানসূচক পদকরে মাধ্যমে এটি অর্জন করা যায় না। বরং এটি আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা, যার শুরু হয় অন্তরে আল্লাহকে ভালোবাসা ও সম্মান দেওয়ার মাধ্যমে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বাস্তব কর্মে। এভাবে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা ও বেলোয়াত অর্জন করে।

বেলোয়াত কী ব্যক্তিকে হারাম কাজ করা ও ওয়াজবি ত্যাগ করার বৈধতা দেয়?

বেলোয়াত ব্যক্তিকে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া ও ওয়াজবি ত্যাগ করার বৈধতা দেয় না। বরং কারণে থেকে এমন কিছু প্রকাশ পালে সঠিক প্রমাণ করে যে তার ক্ষেত্রে আল্লাহর বেলোয়াত হ্রাস পেয়েছে। অনুরূপভাবে যাদেরকে ‘ওলী’ হিসেবে অভিহিত করা হয় (হয়তো তারা এর উপযুক্ত না) কারণে জন্ম তাদের অভিমুখী হওয়ার বৈধতাও দেয় না। এমনটি করা হলে বস্তুতঃ তাদেরকে নবুয়তের স্তরে উন্নীত করা হয়। তথা তাদের কোনও আদেশকে প্রত্যাখ্যান না করা, তাদের কোনও চিন্তা ও মতকে পর্যালোচনা না করা। এ সবই সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে আল্লাহ তাআলা নষিধে করছেন এবং এগুলো মানুষ শরিক লিপ্ত হওয়ার অন্যতম বড় কারণ।

কিছু মানুষ বেলোয়াত ও ওলীদরে স্তর সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখার কারণে এই সীমা ছাড়িয়ে বড় শরিকে জড়িয়ে পড়ে। আপনি দেখতে পাবেন যে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই সমস্ত ওলীদেরকে ডাকছে, তাদের জন্ম জবাই করছে, তাদের জন্ম পশু উৎসর্গ করছে এবং তাদের কবরকে কনুদ্র করে তাওয়াফ করছে।

আল্লাহর ওলীদরেকে কী ‘আসহাবুল্লাহ’ তথা আল্লাহর সাথী বলা যায়যে?

আল্লাহর ওলীদরেকে ‘আল্লাহর সাথী’ উপাধি প্রদান করা সঠিকি হওয়ার ব্যাপারে কোনোটো কিছু আমাদরে জানা নহে। আল্লাহর শ্রেষ্ট ওলী হলনে রাসূলগণ এবং নবীরা। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাহাবীরা। তারপর তাদরে পরবর্তী স্তর। এরপর তাদরে পররে স্তর। তাদরে কাউকে ‘আল্লাহর সাথীবর্গ’ হিসেবে কটে আখ্যায়তি করছে বলে আমাদরে জানা নহে।

বরং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনরে ধারকবাহকদরেকে ‘আল্লাহর পরজিন’ বলে আখ্যায়তি করছেন। ইমাম আহমদ (১১৮৭০) ও ইবনে মাজাহ (২১৫) বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “মানুষদরে মাঝে আল্লাহর কিছু পরজিন রয়েছে।” সাহাবীরা বলল: আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তিনি বললনে: “তারা হলোটো কুরআনরে ধারকবাহক (কুরআন মুখস্থকারী, পাঠক এবং তদানুযায়ী আমলকারী)। তারাই আল্লাহর পরজিন ও বশিষে বান্দা (আল্লাহর বশিষে ওলী)।”[শাইখ আলবানী সহীহু ইবনে মাজাহ গ্রন্থে এটকি সহহি বলে গণ্য করছেন]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।